দৈনিক
ইনকিলাব

দৈনিক
ইনকিলাব

তারিখ 25 JAN 2009
পৃষ্ঠা ২ কলাম ১

মেহেরপুরে প্রাথমিক শিক্ষার্থীদের হাতে বই পৌঁছায়নি

রাজশাহীতে মাধ্যমিকের মূল পাঠ্যবই বাজারে নেই

ইনকিলাব ডেস্ক : রাজশাহীতে মূল পাঠ্যবই পাচ্ছে না মাধ্যমিক শ্রেণীর শিক্ষার্থীরা। তার বদলে সর্বত্র নোট বইয়ের ছড়াছড়ি। কাঠামোবদ্ধ প্রশ্ন পদ্ধতি চালু হবার কারণে এ সমস্যা আরো প্রকট হয়েছে। অপরদিকে মেহেরপুরে প্রাথমিক বিদ্যালয়ের ছাত্র-ছাত্রীদের হাতে নতুন বই পৌঁছায়নি। ফলে এ জেলায় প্রাথমিক শিক্ষা ব্যবস্থা হুমকির মুখে পড়েছে।

রাজশাহী অফিস জানায়, শিক্ষা নগরী রাজশাহীতে মাধ্যমিক শ্রেণীর বইয়ের জন্য হন্যে হয়ে খুঁজছে শিক্ষার্থী আর অভিভাবকরা। জানুয়ারী মাস শেষের পথে এখনো সবাই মূল পাঠ্য বই হাতে পায়নি। দু'দফায় যে চার পাঁচটি বিষয়ের বই এসেছে তা প্রয়োজনের কাছে একেবারে কম। কাঠামোবদ্ধ প্রশ্ন পদ্ধতি চালু হবার কারণে সবাই নতুন বই খুঁজছে। বিশেষ করে ষষ্ঠ হতে নবম শ্রেণীর বইয়ের সংকট চরমে। এসব শ্রেণীর মাত্র তিনটা বিষয় বই আসে মাসের প্রথম সপ্তাহে। মাত্র দু'দিনে শেষ হয়ে যায়। তৃতীয় সপ্তাহে আসে দুই বিষয়ের বই। একই অবস্থা। বাজারে বই নেই। এদিকে স্কুলে স্কুলে ক্লাস শুরু হয়ে গেছে। পুরনো বই দিয়ে পাঠদান চলছে। মধ্য ফেব্রুয়ারীতে বেশ কিছু স্কুল মাধ্যমিক পরীক্ষার জন্য ছুটি হয়ে যাবে। খুলবে প্রায় এক মাস পর। এরপর এক হয়ে যাবে প্রথম সাময়িকী পরীক্ষা। হাতে এখনো বই আসেনি। পড়াশোনা ঠিকমত করা যাচ্ছে না। অথচ তাদের আবার অংশ নিতে হবে পরীক্ষায়। তাই মূল পাঠ্য বই না পাওয়া গেলেও সব বিষয়ের গাইড বই বাজারে রয়েছে প্রচুর। জুপিটার, পাঞ্জেরী, লেকচার, স্টার, অনুপম, জেনুইন বিভিন্ন প্রকাশনী সংস্থার এসব গাইড তথা নোটবই বাজারে। দাম মূল পাঠ্য বইয়ের তিনগুণ। মূলপাঠ্য বই না পাবার ফলে শিক্ষার্থীরা বাধ্য হয়ে ঝুঁকে পড়েছে গাইড বই তথা নোট বইয়ের দিকে। অভিভাবকরা বাধ্য হয়ে এসব গাইড কিনছেন। অন্ততঃ পরীক্ষার কিছুটা প্রস্তুতি নেয়া যাবে এ ভেবে। এজন্য গুণতে হচ্ছে বাড়তি টাকা। মূল পাঠ্য বই সংকটের সুযোগ কাজে লাগাচ্ছেন বই ব্যবসায়ীরা। মূলপাঠ্য বই যা এসেছিল তা মজুদ করে রেখেছেন। প্রকৃত মূল্যের চেয়ে বেশী দাম ও গাইড বই নেবার শর্তে তা সরবরাহ করা হচ্ছে। ক্রেতা দেখে এসব সরবরাহকরা হচ্ছে। শহরের চেয়ে গ্রামে বেশী হচ্ছে এমন কারবার। গত ১৩ জানুয়ারী একজন ম্যাজিস্ট্রেটের নেতৃত্বে রাজশাহীর বইপাড়া খ্যাত সোনাদীঘি মোড়ের লাইব্রেরী গুলোতে অভিযান চালানো হয়। বেশ কিছু গাইড ও নোট বই আটক করে জরিমানা করা হয়। এরপর থেকে সংকট না কমে আরো বেড়েছে। গাইড বই প্রকাশ্যে উধাও হয়েছে। তবে গোপনে আরো বেশী দামে বিক্রি হচ্ছে। বই ব্যবসায়ীরা বলছেন, ঢাকা হতে বই সরবরাহ করা না হলে আমরা কি করতে পারি। আমরা ব্যবসায়ী। বই বিক্রি তো আমাদের ব্যবসা। চাহিদা মত বই সরবরাহ করতে না পারার জন্য দায়ী জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্য পুস্তক বোর্ড। তাদের ব্যর্থতার কারণে এমন সংকটের সৃষ্টি হয়েছে।

মেহেরপুর জেলা সংবাদদাতা জানান, মেহেরপুর জেলায় সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়ে নতুন বছরের পাঠ্য বইয়ের অভাবে ছাত্র-ছাত্রী ও অভিভাবকরা দিশেহারা হয়ে পড়েছে। শিক্ষাকে যখন বাধ্যতামূলক করা হয়েছে, ঠিক সেই মুহূর্তে বছরের প্রথমে জানুয়ারী মাস শেষ হতে চললেও আজ পর্যন্ত অনেক স্কুলের ছাত্র-ছাত্রীর হাতে নতুন বই পৌঁছায়নি। চলতি বছরে ১ম শ্রেণী থেকে ৫ম শ্রেণী পর্যন্ত ছাত্র-ছাত্রীকে শতকরা ১০০ ভাগ নতুন পাঠ্য বই সরবরাহ করার কথা থাকলেও পরবর্তীতে জানা যায়, ১ম শ্রেণী ও ২য় শ্রেণী পর্যন্ত ১০০ ভাগ এবং ৩য় শ্রেণী থেকে ৫ম শ্রেণী পর্যন্ত ৫০ ভাগ নতুন বই সরবরাহ করা হচ্ছে। মেহেরপুর জেলা সরকারী প্রাথমিক শিক্ষা অফিসার আব্দুল কাদের জানান, মেহেরপুর জেলায় ২০০৯ সালে নতুন পাঠ্য বইয়ের চাহিদা দেয়া হয়েছিল ২ লাখ ৬০ হাজার ২ শত ৭৫টি, সেক্ষেত্রে চলতি বছরে বরাদ্দ পাওয়া গেছে ১ লাখ ৬৪ হাজার ৬ শত ৪৬টি। মেহেরপুর জেলায় ১৬২টি সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়, ১১৭টি বেসরকারী রেজিঃ প্রাথমিক বিদ্যালয় ও ০৭টি কমিউনিটি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের ৩৫ হাজার ৬৬ জন ছাত্র ও ৩৫ হাজার ৪ শত ২৭ জন ছাত্রীর মধ্যে বই বিতরণ হয়েছে মাত্র ১ লাখ ৯১ হাজার ৯ শত ০৬টি। অথচ গত ২০০৮ সালে ছাত্র-ছাত্রীদের বই সরবরাহ না করে ৫৭ হাজার ২ শত ৩৮টি বই গোডাউনে লটিয়ে রাখা হয়েছিল। যা ২০০১ সাল হতে ২০০৮ সাল পর্যন্ত ছাত্র-ছাত্রীদের ৫০% নতুন বই সরবরাহ করে আসার ফলে এই বছরে ছোট ছোট ছাত্র-ছাত্রীদের কাছে সরবরাহ করা অধিকাংশ বই ছিঁড়ে ছুটে অর্ধেকে দাঁড়িয়েছে। এমনি অবস্থায় বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষা ব্যবস্থা কতখানি সফলতার মুখ দেখবে তা জনসাধারণের নিকট প্রশ্ন হয়ে দাঁড়িয়েছে।